

## 📖 হাদীসের নামে জালিয়াতি

বিভাগ/অধ্যায়ঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বিষয়ক জাল হাদীস

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রহ.)

### ১৬. নূর মুহাম্মাদীই (ﷺ) প্রথম সৃষ্টি

‘নূর মুহাম্মাদী প্রথম সৃষ্টি’ অর্থে নিম্নের হাদীসটি সমাজে বহুল প্রচলিত:

أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِي

“আল্লাহ সর্বপ্রথম আমার নূর সৃষ্টি করেছেন”।

সুদীর্ঘ হাদীসটির সার সংক্ষেপ হলো, জাবির (রা) রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে প্রশ্ন করেন, আল্লাহ সর্বপ্রথম কী সৃষ্টি করেন? উত্তরে তিনি বলেন:

أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورَ نَبِيِّكَ مِنْ نُورِهِ....

“সর্বপ্রথম আল্লাহ তোমার নবীর নূরকে তাঁর নূর থেকে সৃষ্টি করেন।” এরপর এ লম্বা হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ নূরকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে তা থেকে আরশ, কুরসী, লাওহ, কলম, ফিরিশতা, জিন, ইনসান এবং সমগ্র বিশ্বকে সৃষ্টি করা হয়।....

এ হাদীসটির অর্থ ইতোপূর্বে উদ্ধৃত সহীহ মুসলিমের হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক। কারণ, তাতে বলা হয়েছে: ফিরিশতাগণ নূর থেকে, জিনগণ আগুন থেকে এবং মানুষ মাটি থেকে সৃষ্টি। আর এ হাদীসে বলা হচ্ছে যে, ফিরিশতা, জিন, ইনসান ও মহাবিশ্বের সব কিছুই নূর থেকে সৃষ্টি। তারপরও এ হাদীসটির বক্তব্য আমাদের কাছে আকর্ষণীয়। যদি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামে মিথ্যা বলার বা যা শুনব তাই বলার অনুমতি থাকতো তবে আমরা তা নির্দিষ্টায় গ্রহণ করতাম ও বলতাম। কিন্তু যেহেতু তা নিষিদ্ধ তাই কুরআন ও সুন্নাহ-এর নির্দেশ অনুসারে আমরা সনদ অনুসন্ধান করতে বাধ্য হই এবং নিম্নের বিষয়গুলি জানতে পারি:

(ক) বিশ্বে বিদ্যমান কোনো হাদীস গ্রন্থে হাদীসটি সনদ-সহ পাওয়া যায় না। আমরা বলেছি, একটি হাদীস সাধারণত অনেকগুলি হাদীসের গ্রন্থে সনদ-সহ সংকলিত থাকে। কিন্তু এ হাদীসটি কোনো হাদীস গ্রন্থেই সংকলিত হয় নি।

(খ) আমরা দেখেছি যে, ইতিহাস, সীরাত, আকীদা, তাসাউফ, ওয়ায ইত্যাদি বিষয়ক গ্রন্থগুলিতেও বহুসংখ্যক সহীহ, যযীফ ও জাল হাদীস সনদবিহীন বা সনদ-সহ সংকলিত। ইসলামের প্রথম ৫০০ বৎসরের মধ্যে এ সকল বিষয়ক কোনো একটি গ্রন্থেও এ হাদীসটির কোনো উল্লেখ নেই।

(গ) যতটুকু জানা যায়, ৭ম হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ আলিম মুহিউদ্দীন ইবনু আরাবী আবু বাক্র মুহাম্মাদ ইবনু আলী তাঈ হাতিমী (৫৬০-৬৩৮হি/১১৬৫-১২৪০খ) সর্বপ্রথম এ কথাগুলোকে ‘হাদীস’ হিসেবে উল্লেখ করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ইবনু আরাবী তাঁর পুস্তকাদিতে অগণিত জাল হাদীস ও বাহ্যত ইসলামী বিশ্বাসের সাথে সাংঘর্ষিক অনেক কথা উল্লেখ করেছেন। পরবর্তী যুগে বুয়ুর্গগণ তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা বশত এ সকল কথার বিভিন্ন ওয়র ও ব্যাখ্যা

পেশ করেছেন। আবার অনেকে কঠিনভাবে আপত্তি করেছেন।

বিশেষত মুজাদ্দিদে আলফে সানী শাইখ আহমাদ ইবনু আব্দুল আহাদ সারহিন্দী (১০৩৪ হি) ইবনু আরাবীর এ সকল ভিত্তিহীন বর্ণনার প্রতিবাদ করেছেন বারংবার। কখনো কখনো নরম ভাষায়, কখনো কঠিন ভাষায়।[1] এক চিঠিতে তিনি লিখেছেন : “আমাদের নস্স বা কুরআন ও হাদীসের পরিষ্কার অকাট্য বাণীর সহিত কারবার, ইবনু আরাবীর কাশফ ভিত্তিক ফস্স বা ফুসুসুল হিকামের সহিত নহে। ফুতুহাতে মাদানীয়া বা মাদানী নবী ﷺ -এর হাদীস আমাদেরকে ইবনু আরাবীর ফুতুহাতে মাক্কীয়া জাতীয় গ্রন্থাদি থেকে বেপরওয়া করিয়া দিয়াছেন।”[2] অন্যত্র প্রকৃত সূফীদের প্রশংসা করে লিখেছেন : “তাহারা নস্স, কুরআন ও সুন্নাহর সুস্পষ্ট বাণী, পরিত্যাগ করত শেখ মহিউদ্দীন ইবনু আরাবীর ফসস বা ফুসুসুল হিকাম পুস্তকে লিপ্ত হন না এবং ফুতুহাতে মাদানীয়া, অর্থাৎ হাদীস শরীফ বর্জন করত ইবনু আরাবীর ফুতুহাতে মাক্কীয়ার প্রতি লক্ষ্য করেন না।”[3] “... নস্স বা আল্লাহর বাণী পরিত্যাগ করত ফসস বা মহিউদ্দীন আরবীর পুস্তক আকাজক্ষা করেন না এবং ফুতুহাতে মাদানীয়া বা পবিত্র হাদীস বর্জন করত ফুতুহাতে মাক্কীয়া পুস্তকের দিকে লক্ষ্য করেন না।”[4]

সর্বাবস্থায়, ইবনু আরাবী এ বাক্যটির কোনো সূত্র উল্লেখ করেননি। কিন্তু তিনি এর উপরে তাঁর প্রসিদ্ধ সৃষ্টিতত্ত্বের ভিত্তি স্থাপন করেন। খৃস্টান ধর্মাবলম্বীদের লগোস তত্ত্বের (Theory of Logos) আদলে তিনি ‘নূর মুহাম্মাদী তত্ত্ব’ প্রচার করেন। খৃস্টানগণ দাবি করেন যে, আল্লাহ সর্বপ্রথম তার নিজের ‘জাত’ বা সত্ত্বা থেকে ‘কালেমা’ বা পুত্রকে জন্মদান করেন, পুত্র ‘নূর থেকে জাত নূর’ (light of light) এবং পুত্র থেকেই আল্লাহ সকল সৃষ্টিকে সৃষ্টি করেন। ইবনু আরাবী বলেন, আল্লাহ সর্বপ্রথম নূর মুহাম্মাদী সৃষ্টি করেন এবং তার থেকে সকল সৃষ্টিকে সৃষ্টি করেন। ক্রমান্বয়ে কথাটি ছড়াতে থাকে। বিশেষত ৯/১০ম হিজরী শতক থেকে লেখকগণের মধ্যে যাচাই ছাড়াই অন্যের কথার উদ্ধৃতির প্রবণতা বাড়তে থাকে। শ্রদ্ধাবশত, ব্যস্ততা হেতু অথবা অন্যান্য বিভিন্ন কারণে নির্বিচারে একজন লেখক আরেকজন লেখকের কাছ থেকে গ্রহণ করতে থাকেন। যে যা শুনে বা পড়েন তাই লিখতে থাকেন, বিচার করার প্রবণতা কমতে থাকে। এভাবে বিগত কয়েক শতক যাবৎ সীরাত, মীলাদ, তাসাউফ, ওয়ায ইত্যাদি বিষয়ক অগণিত গ্রন্থে এ হাদীসটি উদ্ধৃত করা হয়।

(ঘ) যতদূর জানা যায় সর্বপ্রথম দশম হিজরী শতকের কোনো কোনো আলিম হাদীসটি মুসান্নাফ আব্দুর রায়্যাক-এ বিদ্যমান বলে মন্তব্য করেন। অর্থাৎ ইবনু আরাবীর পূর্বে ইসলামের প্রথম ৬০০ বৎসর এ হাদীসটি কেউ উল্লেখই করেননি। হাদীসটির অর্থ অত্যন্ত আকর্ষণীয় হওয়াতে পরবর্তী ৩০০ বৎসরে হাদীসটি ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়। কিন্তু এর কোনো সনদ বলা তো দূরের কথা হাদীসটি কোন্ গ্রন্থে সংকলিত তাও কেউ বলতে পারেন নি। এরপর থেকে কেউ কেউ দাবি করেছেন যে, হাদীসটি বাইহাকী বা আব্দুর রায়্যাক সান‘আনী সংকলন করেছেন। এ দাবিটি ভিত্তিহীন। আব্দুর রায়্যাক সান‘আনী বা বাইহাকী রচিত কোনো গ্রন্থে এ হাদীসটি নেই। দশম শতকের প্রসিদ্ধ আলিম আল্লামা আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ আল-কাসতালানী (৯২৩ হি) তাঁর রচিত প্রসিদ্ধ সীরাত-গ্রন্থ ‘আল-মাওয়াহিব আল-লাদুন্নিয়া’ গ্রন্থে এ হাদীসটি ‘মুসান্নাফ আব্দুর রায়্যাকে’ সংকলিত রয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন।[5] তার বক্তব্যের উপর নির্ভর করে এরপর অনেকেই লিখেছেন যে, হাদীসটি ‘মুসান্নাফ আব্দুর রায়্যাকে’ সংকলিত। কিন্তু বিশ্বের সর্বত্র বিদ্যমান মুসান্নাফ আব্দুর রায়্যাক গ্রন্থের প্রাচীন পাণ্ডুলিপি এবং ছাপানো গ্রন্থে কোথাও এ হাদীসটি নেই। লক্ষণীয় যে, যারা হাদীসটি মুসান্নাফ আব্দুর রায়্যাকে সংকলিত বলে উল্লেখ করেছেন তাঁরা কেউই হাদীসটির কোনো সনদ উল্লেখ করেননি, সনদ বিচার তো দূরের কথা।

(ঙ) দশম শতক থেকেই অনেক আলিম নিশ্চিত করেছেন যে, এ হাদীসটি ভিত্তিহীন, মুসান্নাফ আব্দুর রায়্যাক বা

অন্য কোনো গ্রন্থে তা নেই। ইমাম সুযুতী, শাইখ আব্দুল্লাহ গুমারী, শাইখ আহমাদ গুমারী, শাইখ নাসিরুদ্দীন আলবানী, শাইখ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদাহ ও অন্যান্য প্রাচীন, সমকালীন, সালাফী ও সুফী সকল মতের মুহাদ্দিস একমত যে, এ কথাটি হাদীস নয়; কোনো হাদীসের গ্রন্থে এর অস্তিত্ব নেই। ইমাম কাসতালানীর সমসাময়িক প্রসিদ্ধ আলিম ইমাম জালালুদ্দীন সুযুতী (৯১১ হি)। তিনি এ হাদীসটির কোনো সনদ খুঁজে না পেয়ে লিখেন:

ليس له إسناده يعتمد عليه

“এ হাদীসটির কোনো সনদ নেই যার উপর নির্ভর করা যায়।”<sup>[৬]</sup>

(চ) বর্তমান যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুফী ও মুহাদ্দিস আল্লামা শাইখ আবুল ফাইয আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনুস সিদ্দীক গুমারী (১৩৮০/১৯৬০) এবং আল্লামা শাইখ আবুল ফাদল আব্দুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনুস সিদ্দীক গুমারী (১৪১৩/১৯৯৩)। তাঁদের দাদা সাইয়িদ মুহাম্মাদ সিদ্দীক ইবন আহমাদ হাসানী মরোক্কোর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুফী, পীর ও ওলী হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁদের পিতা মুহাম্মাদ ইবনুস সিদ্দীক পিতার স্থলাভিষিক্ত প্রসিদ্ধ পীর, মুহাদ্দিস এবং ‘যাবিয়া সিদ্দিকিয়া’ বা ‘সিদ্দিকিয়া খানকা’-র পরিচালক ছিলেন। তাঁরা উভয়েই মুহাদ্দিস, ফকীহ ও তাসাউফের ইমাম বলে সুপরিচিত। তাঁরা সকলেই তাসাউফ, আকীদা, হাদীস ও ফিকহে অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। সালাফীগণ ও শাইখ আলবানীর বিরুদ্ধে তাঁরা অনেক গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা করেছেন। তবে এ হাদীসের জালিয়াতির বিষয়ে তাঁরা ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

শাইখ আহমাদ গুমারী ইমাম সুযুতীর ‘জামি-সাগীর’ গ্রন্থে বিদ্যমান জাল হাদীস বিষয়ে ‘আল-মুগীর আলাল আহাদীসিল মাউদুআতি ফিল জামিয়িস সাগীর’ নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এ গ্রন্থে তিনি এ হাদীসটি প্রসঙ্গে বলেন:

وهو حديث موضوع، لو ذكره بتمامه لما شك الواقف عليه في وضعه، وبقيته تقع في نحو ورقتين من القطع الكبير مشتملة على ألفاظ ركيكة ومعان منكراة

“হাদীসটি জাল। যদি পুরো হাদীসটি উল্লেখ করা হয় তবে পাঠক হাদীসটির জালিয়াতি সম্পর্কে কোনো সন্দেহ করবেন না। হাদীসের অবশিষ্ট বক্তব্য বৃহদাকৃতির প্রায় দু পৃষ্ঠা, যার মধ্যে অনেক অসংলগ্ন ফালতু কথা এবং আপত্তিকর অর্থ বিদ্যমান।”<sup>[৭]</sup>

শাইখ আব্দুল্লাহ গুমারী মীলাদ মাহফিলের পক্ষে অনেক প্রমাণ পেশ করেছেন। পাশাপাশি মীলাদ মাহফিলে জাল হাদীস আলোচনার বিষয়ে সতর্ক করেছেন। মীলাদ মাহফিলের জাল হাদীস প্রসঙ্গে রচিত ‘ইরশাদুত তালিবিন নাজীব ইলা মা ফিল মাওলিদিন নাবাবী মিনাল আকাযীব’ বইয়ে তিনি বলেন:

منها وهو أشهرها حديث: أول ما خلق الله نور نبيك من نوره يا جابر، عزاه السيوطي في الخصائص الكبرى لمصنف عبد الرزاق، وقال في الحاوي ... ليس له إسناده يُعتمد عليه. وهذا تساهل كبير من السيوطي، كنتُ أنزهه عنه. أما أولاً: فالحديث غير موجود في مصنف عبد الرزاق ولا في شيء من كتب الحديث. أما ثانياً: فإن الحديث لا إسناده له أصلاً. وأما ثالثاً: فإنه ترك بقية الحديث، وهي مذكورة في تاريخ الخميس للديار بكري، ومن قرأها يجزم بأن الحديث مكذوب على رسول الله ﷺ. وجاء شخص فيلالي من ذرية الشيخ محمد بن ناصر الدرعي، فألف كتاباً ... أتى فيه بطامة كبرى! حيث قال في أوله: .. حديث الإمام عبد الرزاق في مصنفه الشهير، عن سفيان بن عيينة، عن زيد بن أسلم أحد أعلام المدينة، عن محمد بن المنكدر شيخ

الزهري، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ... وقد تعجبت من وقاحة هذا الشخص وجرأته، حيث صنع هذا الإسناد الصحيح لحديث لا يوجد في مصنف عبد الرزاق ولا غيره من كتب الحديث المسندة

“মীলাদ মাহফিলের জাল হাদীসগুলির অন্যতম: ‘হে জাবির আল্লাহ সর্বপ্রথম তোমার নবীর নূর তাঁর নূর থেকে সৃষ্টি করেন। সুযুতী খাসাইসুল কুবরা গ্রন্থে বলেন: হাদীসটি মুসান্নাফ আব্দুর রায্যাকে সংকলিত এবং ‘হাবী গ্রন্থে সুযুতী বলেন: হাদীসটির নির্ভরযোগ্য কোনো সনদ নেই। এ বক্তব্যটি সুযুতীর পক্ষ থেকে বড় রকমের অবহেলা ও টিলেমি। সুযুতী এতবড় অবহেলা করবেন আমি তা মনে করতাম না। কারণ, প্রথমত: মুসান্নাফ আব্দুর রায্যাক বা হাদীসের অন্য কোনো গ্রন্থে এ হাদীসটি নেই। দ্বিতীয়ত: হাদীসটির একেবারেই কোনো সনদ নেই। তৃতীয়ত: সুযুতী হাদীসটির অবশিষ্ট বক্তব্য উল্লেখ করেননি। (হুসাইন ইবন মুহাম্মাদ) দিয়ারবাকরী (৯৬৬ হি) রচিত ‘তারীখ খামীস’ নামক গ্রন্থে হাদীসটির অবশিষ্ট বক্তব্য বিদ্যমান। যদি কেউ হাদীসে অবশিষ্ট অংশ পাঠ করেন তবে নিশ্চিত হবেন যে, হাদীসটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামে জাল করা। শাইখ মুহাম্মাদ নাসির দারযীর বংশধর এক ব্যক্তি একটি গ্রন্থ রচনা করে... এতে সে এক ভয়ঙ্কর মহাপাপ করে..। সে বলে হাদীসটি ইমাম আব্দুর রায্যাক সুফইয়ান ইবন উআইনা থেকে, তিনি যাইদ ইবন আসলাম থেকে তিনি মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির থেকে, তিনি জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। ... আমি এ ব্যক্তির অসভ্যতা ও দুঃসাহস দেখে অবাক হই! মুসান্নাফ আব্দুর রায্যাক বা অন্য কোনো হাদীস গ্রন্থে যে হাদীসের অস্তিত্ব নেই সে হাদীসের জন্য সে কিভাবে একটি সহীহ সনদ জাল করল!”[৪]

এ হাদীসটির জালিয়াতি সম্পর্কে রচিত পুস্তক ‘মুরশিদুল হায়ির লিবায়ানি ওয়াদয়ি হাদীসি জাবির’ নামক পুস্তকে তাঁর দীর্ঘ বক্তব্য আমাদের গ্রন্থের জন্য খুবই প্রাসঙ্গিক। আমি তাঁর বক্তব্যের কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি:

وبعد: فهذا جزء... أردت به تنزيه النبي ﷺ عما نُسب إليه مما لم يصح عنه ويعدُّ من قبيل الغلو المذموم، ومع ذلك صار عند العامة وكثير من الخاصة معدوداً من الفضائل النبوية التي يكون إنكارها طعنًا في الجناح النبوي عندهم، ولا يدركون ما في رأيهم وقولهم من الإثم العظيم الثابت في قول النبي ﷺ: "من كذب عليّ فليتبوأ مقعده من النار" ... ولا يكون مدحه ﷺ شافعاً له في الكذب عليه. وإن كانت الفضائل يتسامح فيها فإن فضائل النبي ﷺ إنما تكون بالثابت المعروف حذراً من الكذب المتوعد عليه بالنار... روى عبد الرزاق - فيما قيل - عن جابر رضي الله عنه ... الحديث، ... وقد ذكره بتمامه ابن العربي الحاتمي في كتاب "تلقيح الأذهان ومفتاح معرفة الإنسان"، والديار بكري في كتاب "الخميس في تاريخ أنفس نفيس". وعزوه إلى رواية عبد الرزاق خطأ لأنه لا يوجد في مصنفه ولا جامعه ولا تفسيره. ... وهو حديث موضوع جزماً، وفيه اصطلاحات المتصوفة، وبعض الشناقطة المعاصرين ركّب له إسناداً فذكر أن عبد الرزاق رواه من طريق ابن المنكدر عن جابر وهذا كذب يأثم عليه. وبالجمله فالحديث منكر موضوع لا أصل له في شيء من كتب السنّة. ... وكونه ﷺ نوراً أمر معنوي، مثل تسمية القرآن نوراً ونحو ذلك، لأنه نور العقول والقلوب. ومن الكذب المكشوف قولهم: لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك، وروي في بعض كتب المولد النبوي عن أبي هريرة قال: سأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام فقال: يا جبريل كم عمّرت من السنين؟ ... أنا ذلك الكوكب. وهذا كذب قبيح، قبح الله من وضعه وافتراه. وذكر بعض غلاة المتصوّفة أن جبريل عليه السلام كان يتلقّى الوحي من وراء حجاب وكُشف له الحجاب مرة فوجد النبي ﷺ يوحى إليه فقال جبريل: منك وإليك. قلت: لعن الله من افترى هذا الهراء ... ما يوجد في كتب المولد النبوي من أحاديث لا خطام لها ولا

زمام هي من الغلو الذي نهى الله ورسوله عنه، فتحرم قراءة تلك الكتب، ولا يقبل الاعتذار عنها بأنها في الفضائل لأن الفضائل يتساهل فيها برواية الضعيف، أما الحديث المكذوب فلا يقبل في الفضائل إجماعاً، بل تحرم روايته (إلا مع بيان أنه موضوع).... وفضل النبي ﷺ ثابت في القرآن الكريم، والأحاديث الصحيحة، وهو في غنى عما يقال فيه من الكذب والغلو، وقال ﷺ: "لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى فإنما أنا عبد" فقولوا عبد الله ورسوله.

“এ পুস্তিকাটি আমি রচনা করেছি... উদ্দেশ্য হলো অশুদ্ধ হাদীসগুলি থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে পবিত্র করা। এ সকল হাদীস নিষিদ্ধ ও নিন্দনীয় বাড়াবাড়ির অন্তর্ভুক্ত। তা সত্ত্বেও সাধারণ মানুষদের মধ্যে এবং অনেক আলিম-বুজুর্গের মধ্যে কথাগুলি নবীজী ﷺ-এর ফযীলত বলে গণ্য। এগুলি খন্ডন করা বা প্রতিবাদ করাকে তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে বেয়াদবী ও নিন্দা বলে গণ্য করেন। তাঁরা বুঝেন না যে, তাঁদের কথা ও মতের মধ্যে কী ভয়ঙ্কর পাপ বিদ্যমান। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “আমার নামে যে মিথ্যা বলবে তাকে জাহান্নামে অবস্থান করতে হবে।” ... তাঁর প্রশংসা বা মর্যাদা বাড়ানো তাঁর নামে মিথ্যার কোনো অযুহাত হতে পারে না। যদিও ফযীলত বা সাওয়াব বা মর্যাদা বিষয়ক হাদীসের বিষয়ে কিছু টিল দেওয়া হয়, তবে তা অবশ্যই পরিচিত ও প্রমাণিত হাদীস দ্বারা হতে হবে। তাঁর নামে মিথ্যা বলে জাহান্নামী হওয়ার ভয়ঙ্কর পরিণতি থেকে আত্মরক্ষা করতে হবে। ... বলা হয় যে, আব্দুর রায়্যাক জাবির থেকে বর্ণনা করেছেন....। ইবনু আরাবী হাতিমী ‘তালকীহুল আযহান ওয়া মিসফতাহু মা’রিফাতিল ইনসান’ গ্রন্থে এবং দিয়ারবাকরী ‘খামীস ফি তারীখ আনফাস নাফীস’ গ্রন্থে এ হাদীসটির পুরো বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন। আব্দুর রায়্যাক হাদীসটি বর্ণনা করেছেন বলে যারা উল্লেখ করেছেন তাদের কথা সঠিক নয়। কারণ তাঁর মুসান্নাফ গ্রন্থে, জামি গ্রন্থে বা তাফসীর গ্রন্থে এ হাদীসটির কোনো অস্তিত্ব নেই। ... হাদীসটি যে জাল সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। এ হাদীসের মধ্যে (কয়েক শতক পরে উদ্ভাবিত) সূফীগণের পরিভাষা বিদ্যমান। বর্তমান যুগের একজন শানকীতী আলিম এ হাদীসের জন্য একটি জাল সনদ তৈরি করেছেন। তিনি লিখেছেন হাদীসটি আব্দুর রায়্যাক ইবনুল মুনকাদিরের সূত্রে জাবির থেকে উদ্ধৃত করেছেন। এ মিথ্যাচারের জন্য তিনি পাপী হবেন। মোট কথা হাদীসটি আপত্তিকর জাল হাদীস। হাদীসের গ্রন্থগুলিতে এর কোনোরূপ অস্তিত্ব বা উৎস পাওয়া যায় না।..... আর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নূর হওয়ার অর্থ তিনি বিমূর্ত ও রূপক অর্থে নূর। যে অর্থে কুরআন এবং অন্যান্য বিষয়কে নূর বলা হয়। কারণ তিনি জ্ঞান, বিবেক ও হৃদয়ের নূর। এ জাতীয় আরেকটি প্রকাশ্য মিথ্যা কথা: “আপনি না হলে আমি মহাবিশ্ব সৃষ্টি করতাম না।’ মীলাদের গ্রন্থে কোনো কোনো লেখক লিখেছেন, আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ জিবরাঈল (আঃ)-কে বলেন, হে জীবরাঈল, আপনার বয়স কত? ..... আমিই সেই তারকা’। এটি একটি জঘন্য মিথ্যা, যে এটি বানিয়েছে আল্লাহ তাঁকে লাঞ্ছিত করুন! বাড়াবাড়িতে নিমজ্জিত কোনো কোনো সূফী উল্লেখ করেছেন, জিবরাঈল (আঃ)-কে পর্দার অন্তরাল থেকে ওহী দেওয়া হতো। একবার পর্দা উঠানো হলে তিনি দেখেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে ওহী দিচ্ছেন। তখন জিবরাঈল (আঃ) বলেন: আপনিই ওহী দিচ্ছেন আর আপনার কাছেই নিয়ে যাচ্ছি!.. যে ব্যক্তি এ নোংরা প্রলাপ বানিয়েছে তাকে আল্লাহ লানত করুন! ... মীলাদুন্নবী গ্রন্থগুলিতে একেবারে ভিত্তিহীন অস্তিত্বহীন হাদীস বিদ্যমান, যেগুলি অতিভক্তি ও বাড়াবাড়ির অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ﷺ এরূপ অতিভক্তি ও বাড়াবাড়ি নিষেধ করেছেন। এজন্য এ সকল বই পাঠ করা হারাম। ফাযাইল বিষয়ক হাদীস এ অজুহাতে এগুলি বলা জায়েয নয়। কারণ ফাযাইল বিষয়ে যয়ীফ হাদীস গ্রহণ করা যেতে পারে। তবে উম্মাতের ইজমা রয়েছে যে, ফাযাইলের

ক্ষেত্রেও জাল হাদীস গ্রহণ করা যায় না; বরং জাল হাদীস উল্লেখ করাই হারাম; (শুধু জাল হিসেবে চিহ্নিত করে তা উল্লেখ করা যায়)। ... রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মর্যাদা কুরআন কারীম ও সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। অতিভক্তি ও বাড়াবাড়ি করে তাঁর নামে যা বলা হয় তার কোনো প্রয়োজনই তাঁর নেই। তিনি বলেছেন[9]: খৃস্টানগণ যেভাবে ঈসার (আঃ) বিষয়ে অতিভক্তি-অতিপ্রশংসা করেছে তোমরা আমার বিষয়ে সেরূপ অতিভক্তি-অতিপ্রশংসা করবে না; আমি তো বান্দা বা দাস বৈ কিছুই নই; কাজেই আমার বিষয়ে বলবে: আল্লাহর দাস ও তাঁর রাসূল।”[10]

আল্লামা আব্দুল্লাহ গুমারী ‘ইসলাহ আবইয়াতিল বুরদাহ’ পুস্তকে বলেন:

قال السيوطي في الحاوي: إنه غير ثابت. وهو تساهل قبيح، بل ظاهر الحديث الوضع، واضح النكارة، وفيه نفس صوفي، حيث يذكر مقام الهيبة ومقام الخشية، إلى آخر مصطلحات الصوفية.... فجابر رضي الله عنه بريء من رواية هذا الحديث، وعبد الرزاق لم يسمع به، وأول من شَهَّرَ هذا الحديث ابنُ العربي الحاتمي، فلا أدري عَمَّن تلقَّاه! وهو ثقة، فلا بدَّ أن أحد المتصوفة المتزهدين وَضَعَهُ.

“সুযুতী হাবী পুস্তকে বলেছেন: হাদীসটি প্রমাণিত নয়। এটি সুযুতীর একটি নিন্দনীয় ডিলেমি; বরং হাদীসটি সুস্পষ্টত জাল এবং আপত্তিকর। সূফীদের পরিভাষা এর মধ্যে সুস্পষ্ট; যেমন এতে ‘হাইবাতের মাকাম, খাশিয়াতের মাকাম ইত্যাদি সূফী পরিভাষা ব্যবহৃত (এগুলি প্রমাণ করে যে এ হাদীসটি জাল; কারণ এ সকল পরিভাষা কয়েকশত বৎসর পরে প্রচলিত হয়েছে) ....। জাবির (রা) এ হাদীস বর্ণনার দায়ভার থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত এবং আব্দুর রায়্যাক কখনো এ হাদীসটি শুনে নি। সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি হাদীসটি প্রচার করেন তিনি ইবন আরাবী হাতিমী। আমি জানি না তিনি কার থেকে হাদীসটি পেয়েছেন। তিনি নির্ভরযোগ্য ছিলেন। তাহলে অবশ্যই কোনো দরবেশ সূফী এ হাদীসটি জাল করে বানিয়েছেন।”[11]

আরো অনেক সূফী ও তরীকাপন্থী মুহাদ্দিস এ হাদীসটির জালিয়াতি প্রসঙ্গে বই-পুস্তক রচনা করেছেন। সূফী-সালাফী মতভেদের কারণে, সূফী মত প্রমাণের জন্য বা বুজুর্গগণের দোহাই দিয়ে তাঁরা জাল হাদীস প্রশয় দেন নি।

## ফুটনোট

[1] উদাহারন স্বরূপ দেখুন: মাকতুবাতে শরীফ ১/১, মাকতুব ৩১, (পৃষ্ঠা ৬৭, ৬৮) মাকতুব ৪৩।

[2] প্রাগুক্ত, ১/১, মাকতুব ১০০, পৃষ্ঠা ১৭৮।

[3] প্রাগুক্ত, ১/১, মাকতুব ১৩১, পৃ: ২১০।

[4] প্রাগুক্ত, ১/২, মাকতুব ২৪৩, পৃ: ২১১।

[5] কাসতালানী, আল-মাহওয়াহিবুল লাদুন্নিয়াহ ১/৩৬-৩৭।

[6] সুযুতী, আল-হাবী ১/৩৮৪-৩৮৬।

- [7] আহমাদ গুমারী, আল-মুগীর (বৈরুত, দারুল রাযিদ আল-আরাবী ), ভূমিকা: পৃষ্ঠা ৬-৭।
- [8] গুমারী, ইরশাদুত তালিব, পৃ ৯-১০; মাউসুআতুর রাদ্দি আলাস সুফিয়্যাহ (শামিলা) ১১০/২৯।
- [9] বুখারী, আস-সহীহ ৩/১২৭১, ৬/২৫০৩।
- [10] আব্দুল্লাহ গুমারী, মুরশিদুল হায়ির (শামিলা ৩.২৮), পৃষ্ঠা ৮-১৩।
- [11] গুমারী, ইসলাহ আবইয়াতিল বুরদা, পৃ ৭৫; মাউসুআতুর রাদ্দি আলাস সুফিয়্যাহ (শামিলা) ১১০/২৯।

Source — <https://www.hadithbd.com/books/link/?id=4802>

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন